শ্রীবলরাম

ক্রিয়াশক্তি। শ্রীবলরাম স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় স্বরূপ। বলরামে শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তিরই প্রাধান্য। স্বয়ংরূপে শ্রীকৃষ্ণ লীলাময়—লীলাশক্তির সাহায্যে কেবল অন্তরঙ্গ-লীলারস-আস্বাদনেই নিমগ্ন। ক্রিয়াশক্তিমূলক অন্যান্য লীলা-কার্য্য বলরামস্বরূপেই তিনি নির্ব্বাহ করেন।

মূল ভক্তিতত্ত্ব। ভগবানের চিচ্ছক্তির পরিণতি-বিশেষই ভক্তি—যাহা সেবার প্রাণ। সুতরাং ভক্তি বা সেবার মূলই হইল চিচ্ছক্তি; চিচ্ছক্তিই মূল-ভক্তিতত্ত্ব। এই চিচ্ছক্তিই ধামপরিকরাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেবা করিতেছেন—আবার বলরামের দ্বারাও এই চিচ্ছক্তিই শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ সেবা করিতেছেন। চিচ্ছক্তিই যখন মূল ভক্তিতত্ত্ব এবং এই চিচ্ছক্তি যখন শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থিত—তখন সেব্যতত্ত্ব ও সেবকতত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণেরই অন্তর্ভূত, তাহাও বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণের এই সেবক-তত্ত্বের আবির্ভাবই শ্রীবলরাম, তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে। ১।৬।৭৫

বলরামের শ্রীকৃষ্ণ-সেবা। যাহা হউক, শ্রীবলরাম নানারূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। প্রথমতঃ তিনি স্বয়ংরূপে ব্রজে ও দ্বারকা-মথুরায় (সঙ্কর্ষণরূপে) থাকিয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করিতেছেন। পরব্যোম-চতুর্ব্যূহান্তর্গত সঙ্কর্ষণরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ-স্বরূপের সাক্ষাৎসেবা করিতেছেন। আবার এই সঙ্কর্ষণেরই অংশাংশ কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরাব্ধিশায়ী-রূপে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-আদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আজ্ঞাপালনরূপ সেবা করিতেছেন। এইরূপে সৃষ্টি-কার্য্যের মূলও হইলেন শ্রীসঙ্কর্ষণ বা বলরাম। আবার শেষরূপে তিনি স্বীয় মস্তকে ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া সৃষ্টিরক্ষারূপ সেবা করিতেছেন; অনন্তরূপেও বিবিধ সেবা করিতেছেন। আবার আসন, বসন, ভূষণ, মাল্য, চন্দন, পাদুকা, ছত্র, চামর আদি শ্রীকৃষ্ণের সেবার যত কিছু উপকরণ আছে, তৎসমস্তও শ্রীবলদেব। আবার তাঁহারই ইচ্ছায় সন্ধিন্যংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব অনাদিকাল হইতে ভগবদ্ধামাদিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-লীলার আনুকূল্য করিতেছেন। এইরূপে কেবল লীলা-পরিকররূপে নয়—লীলার উপকরণ এবং লীলার ধামাদিরূপেও—শ্রীবলরাম সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিতেছেন; আর সঙ্কর্ষণাদিরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি আদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে ব্যক্ত তাঁহার আজ্ঞার পালনরূপ সেবাও করিতেছেন।